৭

প্রথম আলো

তারিখ ... MAY 18 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের দুটি সুপারিশ অনুমোদন

মন্ত্রিসভা বৈঠকে আলোচনা : টেবিলে টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে, নিষ্পত্তি হয় না

মাঈনুল আলম

প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, লাল ফিতার দৌরাত্ম্যসহ বিভিন্ন পদ্ধতিগত কারণে জনগণের হয়রানির জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সমালোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বিদ্যমান বিধি-বিধান ও সচিবালয় নির্দেশমালা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য মন্ত্রী ও সচিবদের নির্দেশ দেন। সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে সচিবালয় নির্দেশমালা বুঝে তা যাতে অনুসৃত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচিতে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের দুটি সুপারিশ আলোচনা ও অনুমোদন করা হয়।

অনুমোদিত দুটি সংস্কার প্রস্তাব হচ্ছে- সচিবালয়ে চিঠিপত্র গ্রহণ ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের সেবা ব্যবস্থা প্রচার করা।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় ফটকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জনগণের চিঠি এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। একজন সহকারী সচিব সচিবালয় গেটে চিঠি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে একটি প্রাথমিক রসিদ দেবেন। গেট থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সেসব চিঠি দিনে দিনে পাঠানো হবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে এক দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেয়া হবে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ঐ চিঠির ওপর ব্যবস্থা নেবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে একজন কর্মকর্তা প্রতিদিন চিঠিপত্র গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স পত্র গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে মনিটর করবে।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো সেবা দেয়ার জন্য নির্দেশিকা হিসেবে ডিসপ্লে বোর্ড ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বুকলেট ও প্রচারপত্র বিলি করবে।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে আলোচনাকালে মন্ত্রীরা বলেন, মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজে সচিবালয়ে এসে হয়রান হচ্ছে। দিনের পর দিন ফাইল টেবিলে টেবিলে পড়ে থাকে। বিভিন্ন প্রয়োজনে দরখাস্ত দিলেও আমলে নেয়া হয় না। একজন মন্ত্রী বলেন, অনেক দরখাস্ত নিচে পড়ে থাকে অথচ উঁচু পর্যায়ের নজরে আনা হয় না।

আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব অবহেলার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না কেন? একজন মন্ত্রী বলেন, সচিবালয় নির্দেশমালায় লেখা আছে কোন টেবিলে কতো ঘণ্টা ফাইল থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় ফাইল পড়ে থাকলে শাস্তিরও বিধান আছে।

প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণ করে ফাইল নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হওয়ার জন্য মন্ত্রী ও সচিবদের নির্দেশ দেন। মন্ত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করতে বলেন তিনি। প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর প্রমুখরা আলোচনায় অংশ নেন। মন্ত্রীর পদমর্যাদার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হকও বিশেষ আমন্ত্রণে মন্ত্রিসভা বৈঠকে যোগ দেন। তিনি এ পর্যন্ত পেশ করা সংস্কার কমিশনের ২০টি সুপারিশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। প্রথম দুটি সুপারিশ গতকাল অনুমোদিত হয়। এখন থেকে পর্যায়ক্রমে সবগুলো সুপারিশ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উত্থাপন করা হবে বলে গতকাল সিদ্ধান্ত হয়।

এছাড়া জাতীয় গৃহায়ণ নীতি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি খসড়া বিলও গতকাল অনুমোদিত হয়।